পারিবারিক কলহ /মেহেরপুরে শহরে দুই গৃহবধু’র আত্মহত্যার চেষ্টা

পারিবারিক কলহের জের ধরে মেহেরপুর শহরে দুই গৃহবধু গলাই ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যার চেস্টা চালিয়েছেন।

তারা হলেন, মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজার এলাকার রিমন হোসেনের স্ত্রী কারিনা খাতুন ও শহরের বাগানপাড়া এলাকার কবির খানের স্ত্রী সূবর্ণা খাতুন।

মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালের জরুরী বিভাগ এই তথ্য নিশ্চিত করেছে।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কলহ বিবাদ হওয়ায় কারিনা খাতুন আজ বুধবার (২৪ মে) সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে নিজ ঘরে গলাই ফাঁস দেন। এসময় বাড়ির লোকজন জানতে পেরে তাকে মূমূর্ষ অবস্থায় উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে নেন। এছাড়া সকাল ৯ টার দিকে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিবাদকে কেন্দ্র করে বাগানপাড়া এলাকার সূবর্ণা খাতুন নিজ ঘরে গলাই রশি পেঁচিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। তাকে পরিবারের লোকজন উদ্ধার করে হাসপাতালে নেন।

হাসপাতাল সূত্র জানিয়েছে, দুজনেই এখন সুস্থ্য রয়েছেন।

গাংনীতে কীটনাশক পানে যুবকের আত্মহত্যার চেষ্টা

মেহেরপুরের গাংনীতে প্রেমিকার সাথে পরিবারের লোকজন সম্পর্ক মেনে না নেয়ায় অভিমান করে কীটনাশক পান করে স্বপন (২২)। নামের এক যুবক আত্মহত্যার চেষ্টা চালিয়ে ব্যার্থ হয়েছে।

সোমবার সকালে সে ভুট্টা ক্ষেতে দেয়া কীটনাশক পান করে সে। পরিবারের লোকজন টের পেয়ে তাকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে। ওই যুবক মেহেরপুরের গাংনীর রুয়েরকান্দি গ্রামের মালেশিয়া প্রবাসী শহিদুল ইসলামের ছেলে ও গাংনী পাইলট স্কুল অ্যান্ড কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র।

স্বপনের নানী জরিনা খাতুন জানান, স্বপন তার সহপাঠি প্রতিবেশী সাহেব আলীর মেয়ে জান্নাতুল ফেরদৌসের সাথে প্রেমজ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। প্রায় দু’বছর যাবত উভয়ের মাঝে মন দেয়া নেয়ার বিষয়টি স্বপনের পরিবারের লোকজন জেনে যায়। এনিয়ে প্রেমিকার পরিবারের সাথে বেশ কয়েকবার দ্বন্দ্বও হয়। কয়েকদিন আগে স্বপন তার পরিবারের কাছে প্রেমিকার সাথে বিয়ের দাবী তোলা।

এ দাবী প্রত্যাক্ষান করায় অভিমানে আত্মহত্যার জন্য কীটনাশক পান করে স্বপন। কীটনাশক পান করার পর মোবাইল ফোনে স্বপন তার পিতা শহীদুল ইসলামকে কীটনাশক পান করার বিষয়টি জানালে শহীদুল ইসলাম বাড়িতে জানায়। পরিবারের লোকজন স্বপনকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসে। প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দেয়ার পর স্বপন আশংকামুক্ত বলে জানিয়েছেন জরুরী বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসক আবির হাসান।

দর্শনা বড়বলদিয়া মাদ্রাসা ছাত্রীর বিষপানে আত্ম*হত্যার চেষ্টা

দর্শনা বড়বলদিয়া মাদ্রাসার ওনজিলা খাতুন নামের এক ছাত্রীর বিষপানে আত্মহত্যার চেষ্টা চালিয়েছে। এতে গুরুত্বরভাবে অসুস্থ অবস্থায় তাকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

সে দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানাধীন পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের বড় বলদিয়া হাফিজিয়া মাদ্রাসার ছাত্রী।

জানাগেছে, চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার ওসমানপুর বেদেপোতা গ্রামের জনৈক্য ব্যাক্তির শিশু কন্যা ওনজিলা খাতুন (১১)। সে একই উপজেলার দর্শনা থানাধীন পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের বড়বলদিয়া হাফেজিয়া মাদ্রাসার অধ্যায়নরত ছাত্রী।

বুধবার সকালের দিকে মাদ্রাসার একই ক্লাসে অধ্যায়নরত বান্ধবীদের সঙ্গে মনোমালিন্য হয়। এনিয়ে সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে উকুন মারা বিষপান করে ওনজিলা খাতুন। ফলে গুরুত্বরভাবে অসুস্থ হলে মাদ্রাসার শিক্ষকরা তাকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করে। তবে তার বিষপানের নেপথ্য নিয়ে বড়বলদিযা গ্রামে নানামুখি গুঞ্জণ শুনা যাচ্ছে।

দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এএইচএম লুৎফুল কবীর বলেন, বিষয়টি আমার জানা নেই। তবে এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত সদর হাসপাতালে মাদ্রাসা ছাত্রী ওনজিলা খাতুনের অবস্হা আশংকাজনক।

গাংনীতে গৃহবধুর বিষপান

পারিবারিক কলহের জের ধরে মমতাজ খাতুন (৩৭) নামের এক গৃহবধু বিষপান করে আত্মহত্যার চেষ্টা চালিয়েছেন। মমতাজ খাতুন গাংনী উপজেলার বাথানপাড়া এলাকার মহিবুল ইসলামের স্ত্রী।

আজ বৃহস্পতিবার (৬ অক্টোবর) সকাল ৮ টার দিকে পারিবারিক কলহের জের ধরে নিজ বাড়িতে বিষপান করেন এই গৃহবধু।
মূমূর্ষ অবস্থায় মমতাজকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসলে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরী বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসক মাসুদ।

গাংনীতে এসএসসি পরীক্ষার্থীর আত্মহত্যার চেষ্টা

গাংনী উপজেলার কড়ুইগাছি গ্রামে দাদের বড়ি সেবন করে লাবিব (১৬) নামের এক স্কুল ছাত্র আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে। লাবিব কড়ইগাছি গ্রামের লাল মহাম্মদের ছেলে। সে ২০২২ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থী ।

গত বৃহস্পতিবার (৮ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যার দিকে নিজ বাড়িতে দাদের বড়ি সেবন করে সে।

লাবিবের মা পাপিয়া বলেন, বিকালে সে প্রাইভেট পড়েতে গিয়েছিলো। বাড়ি এসেই ঘরের মধ্যে ঢুকে বড়ি সেবন করে। আমরা পরিবারের লোকজন এখনো বুঝতে পারছিনা। কি কারনে সে এটা করেছে। লাবিব (১৬) এসএসসি পরীক্ষার্থী।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরী বিভাগে কর্মরত স্যাকমো শরিফুল ইসলাম বলেন, অনেকগুলো বড়ি এক সাথে সেবন করেছে সে। ভর্তি করে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে।

গাংনীর শালদহ গ্রামে স্কুল ছাত্রীর আত্মহত্যার চেষ্টা!

গাংনীতে মায়ের সাথে অভিমান করে বীষ পান করে আত্মহত্যার ব্যার্থ চেষ্টা করেছে স্কুল ছাত্রী সুমাইয়া আক্তার মিলি (১৫)।
রোববার দিবাগদ মধ্যরাতে বাড়ির পাশে বসে বীষপান করে সে। পরে অসুস্থ অবস্থয় উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসেন পরিবারের লোকজন।
মিলি গাংনী উপজেলার শালদহ গ্রামের বীলপাড়া এলাকার প্রবাসী উজ্জল হোসেনের মেয়ে। সে শালদহ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেনীর ছাত্রী।
মিলি বর্তমানে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন